

পলিরজননী

জসীমউদ্দীন

লেখক পরিচিতি :

নাম	জসীমউদ্দীন
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ : ১৯০৩ সালের ৩০শে অক্টোবর। জন্মস্থান : মাতুলালয়, ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রাম।
কর্মজীবন	শিবকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরব করেন। পরবর্তী সময়ে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগ উচ্চপদে যোগ দেন।
উল্লেখযোগ্য রচনা	কাব্যগ্রন্থ— নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, বালুচর, মাটির কান্না, এক পয়সার বাঁশি।
সাহিত্য বৈশিষ্ট্য	পলির মানুষের আশা-স্বপ্ন-আনন্দ বেদনার আবেগঘন চিত্র ফুটিয়ে তোলা। পলিরকবি নামে খ্যাত।
পুরস্কার ও সম্মাননা	একুশে পদক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন।
মৃত্যু	১৯৭৬ সালের ১৪ই মার্চ ঢাকায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১. বাঁশবনে বসে কোন পাখি ডাকে?

খ

- ক. কোকিল খ. কানাকুয়ো
গ. হুতুম ঘ. দোয়েল

২. নিচের কোন চিত্রটি সন্তানের অমজ্জলের প্রতীক?

গ

- ক. নিবু নিবু দীপ খ. ঘোর-আন্ধার
গ. হুতুমের ডাক ঘ. ঝড়ের কাঁপন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

যতদিন যায়, দুর্ভোগ তার ততই বাড়িয়া যায়

জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিছে অস্ত রবির প্রায়।

৩. উপরের চিত্রকল্পে প্রকাশ পেয়েছে ‘পলিরজননী’ কবিতার—

ক

- ক. সন্তানের মুমূর্ষু অবস্থা খ. অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ
গ. আরোগ্য লাভের আকুতি ঘ. রোগমুক্তির লক্ষণ

৪. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি নিচের যে চরণে বিদ্যমান তা হলো—

- i. ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে অকল্যাণ এ সুর
মরণের দূত এলো বুঝি হায়, হাঁকে মায়, দূর-দূর।
ii. নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেবেলা তাহার ভালো করে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
iii. পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল;
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।

নিচের কোনটি সঠিক?

খ

- ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

- ১ বাদশা বাবর কাঁদিয়া ফিরিছে, নিদ নাহি চোখে তাঁর
পুত্র তাঁহার হুমায়ুন বুঝি বাঁচে না এবার আর।
চারিধারে তাঁর ঘনিয়ে আসিছে মরণ অশ্বকার।

ক. ‘পল্লিজননী’ কবিতায় ছেলে মাকে কী যত্ন করে রাখার কথা বলেছে?

১

খ. ‘আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি’ – পথ্য না জোটার কারণ কী?

২

গ. উদ্দীপক কবিতাংশে ‘পল্লিজননী’ কবিতার যে দিকটি প্রতিফলিত তা ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. প্রতিফলিত দিকটিই ‘পল্লিজননী’ কবিতার সামগ্রিক ভাবকে ধারণ করে কি? যুক্তিসহ প্রমাণ করো।

৪

১ এর ক নং প্র. উ.

- ‘পল্লিজননী’ কবিতায় ছেলে মাকে তার লাটাই যত্ন করে রাখার কথা বলেছে।

১ এর খ নং প্র. উ.

- দারিদ্র্যের কারণে মা তার রবগুণ ছেলের পথ্য জোটাতে পারেনি।
- ‘পল্লিজননী’ কবিতায় গ্রামের দূরন্ত ছেলেটি অসুস্থ হয়ে বিছানায় ছটফট করছে। তার মা দারিদ্র্যপীড়িত এক গ্রামীণ নারী। সামর্থ্য না থাকায় অসহায় মা আনন্দ আয়োজন দূরে থাক ওষুধ-পথ্য পর্যন্ত জোটাতে পারেনি।

১ এর গ নং প্র. উ.

- ‘পল্লিজননী’ কবিতায় বর্ণিত মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের জন্য করণ অভিযাত্রীর দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।
- কবি জসীমউদ্দীনের ‘পল্লিজননী’ কবিতায় এক রবগুণ সন্তানের শিয়রে বসা মমতাময়ী মায়ের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, ওষুধ ও পথ্য জোগাড় করতে না পারার গভীর মনঃকষ্ট কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে। মা পুত্রকে আদর করে আর সান্নিধ্য দিতে থাকে। রোগমুক্তির জন্য মানত করে। মায়ের মনে পুত্র হারানোর শঙ্কা জেগে ওঠে।
- উদ্দীপকে উল্লিখিত বাদশা বাবর তাঁর অসুস্থ পুত্রের জন্য ব্যগ্র ব্যাকুল। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তায় তাঁর চোখে ঘুম নেই। পুত্র হুমায়ুন বুঝি আর বাঁচবে না। মরণ অশ্বকার তাকে ঘিরে ধরেছে। বাদশা বাবর কেঁদে

ফিরছেন কীভাবে পুত্রকে ভালো করা যায়। সন্তানের কষ্টে কোনো পিতা-মাতাই স্থির থাকতে পারে না। উদ্দীপকের কবিতাংশে সেই মনঃকষ্টই ব্যক্ত হয়েছে ‘পল্লিজননী’ কবিতায়।

১ এর ঘ নং প্র. উ.

- অবস্থানগত বৈসাদৃশ্য বিবেচনায় উদ্দীপকটি ‘পল্লিজননী’ কবিতার সামগ্রিক ভাবকে ধারণ করে না।
- ‘পল্লিজননী’ কবিতায় রবগুণ শিশুর শিয়রে বসে থাকা এক মায়ের মনঃকষ্ট ও গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে মমতাময়ী মা তার সন্তানের জন্য ওষুধ-পথ্য জোগাড় করতে পারেনি। সারা রাত জেগে বুকের মানিককে আদর আর প্রবোধ দেন। পুত্র হারানোর শঙ্কায় আতঙ্কিত মা দরগায় মানত করে। আল্লাহ রসুল ও পীরের কাছে সন্তানকে ভালো করে দেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করে। মাটির প্রদীপের মতো তার জীবন প্রদীপও যেন নিভে যাচ্ছে। অসহায় মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে রবগুণ ছেলের জন্য।
- উদ্দীপকে একজন পরাক্রমশালী বাদশাহ বাবর তাঁর ভীষণ অসুস্থ সন্তান হুমায়ূনের জন্য কাতর হয়ে পড়েছেন। মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের করণ অবস্থা দেখে পিতার অন্তর গুমরে কেঁদে উঠেছে। সন্তানের জীবনে যেন মরণ অশ্বকার ঘনিয়ে এসেছে। পুত্র হুমায়ূনকে বুঝি আর বাঁচানো যাচ্ছে না। সন্তানের জীবন বাঁচাতে বাদশা বাবরের মনঃকষ্ট ও তীব্র ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে। ‘পল্লিজননী’ কবিতায়ও এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু উদ্দীপক ও কবিতার মাঝে পারিপার্শ্বিকতার ভিন্নতা লব করা যায়।
- ‘পল্লিজননী’ কবিতায় রবগুণ শিশুর জীবন বাঁচাতে দরিদ্র অসহায় দুঃখিনী মায়ের উদ্বেগ-উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকেও মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের জীবন বাঁচাতে এক পিতা ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কবিতার পল্লিজননী আর উদ্দীপকের বাদশাহ বাবরের আর্থিক অবস্থার চিত্র সম্পূর্ণই বিপরীত। পল্লিজননীর পুত্র সুচিকিৎসা পায়নি হতদরিদ্র হওয়ায়। কিন্তু উদ্দীপকের বাদশাহপুত্র হুমায়ূনের বেত্রে এটি ঘটার সুযোগ নেই। আবার ‘পল্লিজননী’ কবিতার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে গ্রামীণ পরিবেশে। প্রকৃতির নানা অনুষ্ণের বর্ণনায় কবিতাটি নিবিড়তা লাভ করেছে। উদ্দীপক কবিতাংশটিতে এ বিষয়গুলো পাওয়া যায় না। তাই উদ্দীপকটি কবিতার মূলভাব ধারণে সর্বম হলেও সমগ্র অংশের ধারক নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

২ শহরের এক উন্নতমানের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে রকিবের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তার, নার্সের নিশ্চিত উপস্থিতি, পর্যাপ্ত ওষুধ-পথ্য কোনো কিছুই মায়ের মনকে শান্ত করতে পারছে না। রকিবের মাথার পাশে এক মনে তসবি জপছেন মা। তাঁর মনে হাজারো আশা ও আশঙ্কা উঁকি মারছে।

- ক. ‘আড়ং’ শব্দের অর্থ কী? ১
খ. মা নামাজের ঘরে মোমবাতি আর দরগায় দান মানেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের রকিবের সাথে ‘পলিরজননী’ কবিতার অসুস্থ শিশুটির অবস্থার বৈসাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. গ্রামীণ ও শহুরে দুই মায়ের আশা ও আশঙ্কা একই অনুভূতিতে গাঁথা— মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্র. উ.

- ক. ‘আড়ং’ শব্দের অর্থ মেলা।
খ. সন্তানের আরোগ্য কামনায় মা নামাজের ঘরে মোমবাতি আর দরগায় দান মানেন।
• ‘পলিরজননী’ কবিতায় বর্ণিত জননীর সন্তান অত্যন্ত অসুস্থ। পলিরজননীর সার্মথ্য নেই ছেলের জন্য ওষুধ-পথ্য জোগাড় করার। অলৌকিকভাবে তার সন্তান রোগমুক্ত হবে এই ভরসায় থাকেন দরিদ্র মাতা। তাই তিনি নামাজের ঘরে মোমবাতি আর দরগায় দান দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।
গ. উদ্দীপকের রাকিব অসুস্থাবস্থায় উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পেলেও ‘পলিরজননী’ কবিতার অসুস্থ শিশুটির বেত্রে তেমনটি ঘটেনি।
• কবি জসীমউদ্দীন রচিত ‘পলিরজননী’ কবিতায় এক দুঃখিনী পলিরজননী ও তাঁর অসুস্থ সন্তানের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। ছেলেটি অনেক দিন থেকেই অসুস্থ। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তার মা তার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করতে পারেনি।
• উদ্দীপকে দেখা যায়, অসুস্থ রাকিব চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি। সেখানে তার জন্য সব ধরনের আধুনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। পর্যাপ্ত ওষুধ-পথ্যেরও ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সাথে রাকিবের পাশে তার মমতাময়ী মায়ের উপস্থিতি রয়েছে। ‘পলিরজননী’ কবিতায় অসুস্থ শিশুটি একইভাবে মায়ের ভালোবাসা পেলেও জীবন রবাকারী ওষুধ-পথ্য ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত।
ঘ. ‘পলিরজননী’ কবিতার গ্রামীণ মা এবং উদ্দীপকের শহরের মা দুজনের মনের আশা একই কিন্তু তে গাঁথা। আর তা হলো প্রাণপ্রিয় পুত্রের আরোগ্য লাভ।
• ‘পলিরজননী’ কবিতায় কবি জসীমউদ্দীন সন্তানের প্রতি মায়ের অনুরাগের নিবিড় এক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। রবগুণ পুত্রের শিয়রে বসে গভীর মনঃকষ্টে মা রাত জাগেন। হতদরিদ্র মা পুত্রকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধ-পথ্য জোগাড় করে দিতে পারেননি। তাঁর মনে বণে বণে পুত্র হারানোর শঙ্কা জেগে ওঠে। নিজের মমতার আবেশে তিনি পুত্রের সকল অমঙ্গল আশঙ্কা দূর করতে চান।
• উদ্দীপকের রাকিব অত্যন্ত অসুস্থ। তার জন্য হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তার, নার্স তার শরীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। ওষুধ-পথ্যের দিক থেকেও কোনো রকম ত্রুটি করা

হয়নি। তবুও তার মায়ের মনে শান্তি নেই। পুত্রের সুস্থতার জন্য মায়ের মনের আকুলতার স্বরূপ ধরা পড়েছে উদ্দীপক ও ‘পলিরজননী’ কবিতার মায়ের মাঝে।

- উদ্দীপক এবং ‘পলিরজননী’ কবিতা উভয় বেত্রেই মায়ের গভীর মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উদ্দীপকের শহুরে মা কিংবা কবিতার পলিরজননী, দুজনেরই মনের আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা একই বিষয়কে কেন্দ্র করে। তা হলো পুত্রের রোগমুক্তি। তাই তো উদ্দীপকের মা ছেলের শিয়রে বসে তসবি জপেন। কবিতার দরিদ্র জননী পুত্রের রোগমুক্তির জন্য মসজিদে ও দরগায় দান করার মানত করেন। উভয় মা-ই সন্তান হারানোর আশঙ্কায় চরম মানসিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। পুত্রস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণই উভয় মাকে এক ডোরে বেঁধেছে।

৩ জ্যোতির বয়স এবার বারো পেরোল। বড় দুরন্ত ছেলে। রোজ বিকেলে দূরের মাঠে খেলতে যায় সে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। একাকী বাসায় এ সময়টা বড় দুশ্চিন্তায় কাটে তাসমিনা আফরোজের। ছেলেকে নিয়ে নানা আশা ও আশঙ্কায় জায়নামাজে বসে একনাগাড়ে দোয়া পড়তে থাকেন তিনি।

- ক. ঘরের চালে কী ডাকে? ১
খ. ‘তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।’— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ‘পলিরজননী’ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটির মূলভাব ‘পলিরজননী’ কবিতার পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করে না। উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্র. উ.

- ক. ঘরের চালে হুতুম ডাকে।
খ. সন্তানের অসুস্থতায় বিচলিত হয়ে পলিরজননীর মনে পুত্র হারানোর শঙ্কা জেগে ওঠে— এই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য চরণে।
• পলিরজননী সন্তানের প্রতি অত্যন্ত মমতাময়ী। তার মাঝে সন্তানবাৎসল্যের চিরন্তন রূপ লব করা যায়। তিনি সন্তানের শিয়রে বসে নিদারবণ মনঃকষ্টে ভোগেন। সে সময় তাঁর মাথায় নানা রকম দুশ্চিন্তা খেলা করে। তার মনে পুত্র হারানোর শঙ্কা জেগে ওঠে।
গ. উদ্দীপকে ‘পলিরজননী’ কবিতার সন্তানের প্রতি অজানা আশঙ্কার দিকটি ফুটে উঠেছে।
• প্রত্যেক মায়েরই সন্তানের প্রতি অনিবার্য ভালোবাসা থাকে। সন্তানের সুখে মা খুশি হন, আবার সন্তানের অসুখে মা ব্যথিত হন। অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণে প্রত্যেক জননীই চান তার সন্তান ভালো থাকুক। সন্তানের কোনো বিপদে মায়ের মন সর্বদাই আতঙ্কিত থাকে। এক মুহূর্ত মায়ের সামনে সন্তানের অনুপস্থিতি মাকে অজানা আশঙ্কায় ভাবিয়ে তোলে।
• উদ্দীপকে সন্তানের অনুপস্থিতিতে মায়ের মনের অজানা আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। ছেলে দূরের মাঠে খেলতে গিয়ে ফিরতে দেরি হওয়ায় মায়ের মনে নানা দুশ্চিন্তা ভর করে। উদ্দীপকের জননীর এই দিকটি ‘পলিরজননী’ কবিতায়ও প্রকাশ পেয়েছে। ছেলের প্রতি নিবিড় ভালোবাসাই উদ্দীপকের

তাসমিনা আফরোজ এবং কবিতায় বর্ণিত পলিরজনীর অজানা আশঙ্কার কারণ।

ঘ. মায়ের সন্তানবাৎসল্য প্রকাশ পেলেও অনুভূতির গভীরতা এবং অবস্থানগত পার্থক্যের বিবেচনায় উদ্দীপকটি ‘পলিরজননী’ কবিতাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্ব করে না।

• ‘পলিরজননী’ কবিতায় রবগুণ পুত্রের শিয়রে বসা এক দরিদ্র পলিরজনীর অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণের কথা বর্ণিত হয়েছে। পলিরজননী পুত্রের চাঞ্চল্যতা স্মরণ আর দারিদ্র্যের কারণে পুত্রের নানা আবদার মেটাতে না পারার ব্যর্থতায় কাতর। তিনি অসুস্থ পুত্রের সুস্থতার জন্য মানত করেন। এর মাধ্যমে পলিরজনীর সন্তানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা গভীরভাবে প্রকাশ পায়।

• উদ্দীপকেও তাসমিনা আফরোজের সন্তানবাৎসল্য প্রকাশ পেয়েছে। সন্তানের জন্য তাঁর দুষ্টিস্তার শেষ নেই। পুত্রের মজল কামনায় প্রার্থনায় রত হন তিনি। কিন্তু ‘পলিরজননী’ কবিতায় এক দরিদ্র মায়ের সন্তানপীড়িত চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি পলির অঞ্চলের এক সার্থক সমাজচিত্রও অঙ্কন করেছেন। উদ্দীপকে কবিতার এ সকল দিক অনুপস্থিত।

• ‘পলিরজননী’ কবিতা এবং উদ্দীপক উভয়ের মূলকথা সন্তানবাৎসল্য হলেও এদের উপস্থাপনগত ভিন্নতা রয়েছে। কবিতার পলিরজনীর পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত। দরিদ্র মা তাকে প্রয়োজনীয় ওষুধ-পথ্য জোগাড় করে দিতে পারেননি। তাই সন্তানকে চিরতরে হারানোর শঙ্কা তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। কিন্তু উদ্দীপকের মায়ের ছেলেকে এমন ঘোর বিপদের মুখোমুখি নয়। তাছাড়া কবিতায় পলিরজনীর সন্তানবাৎসল্যের আড়ালে পলিরগ্রামের এক নিবিড় সমাজচিত্র অঙ্কিত হলেও উদ্দীপকে শুধু সন্তানের প্রতি ভালোবাসাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই উদ্দীপকটির মূলতাব ‘পলিরজননী’ কবিতার পুরোপুরি প্রতিনিধিত্ব করে না।

৪ স্বামীহারা রাহেলা বানু নির্মাণশ্রমিক হিসেবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একমাত্র সন্তান শিপুকে লেখাপড়া শেখান। স্নেহবাৎসল্য থাকলেও তা অস্তরে ধারণ করে তিনি সন্তানকে সুশিলায় শিষিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ক. রবগুণ ছেলের শিয়রে কে জাগছে? ১

খ. শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপের সাথে বিরহী মায়ের পরাণ দোলে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের রাহেলা বানুর মধ্যে পলিরজনীর যে গুণের আভাস দেওয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ‘পলিরজননী’ কবিতার মমতাময়ী মায়ের চেতনার সামগ্রিক দিক ফুটে ওঠেনি— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্র. উ.

ক. রবগুণ ছেলের শিয়রে পলিরজননী জাগছে।

খ. সন্তানের অমজল আশঙ্কায় তার শিয়রের কাছে বসে পলিরজনীর পরাণ দোলে।

• রবগুণ ছেলের শিয়রে বসে আছেন অসহায় মা। সন্তান রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। জননী তাকে দরকারমতো ওষুধ জোগাড় করে দিতে পারেননি। সন্তানের মৃত্যুশঙ্কা মায়ের মনকে আকুল করে। একলা বসে তাই পলিরজননী বারবার শিউরে ওঠেন।

গ. উদ্দীপকের রাহেলা বানুর মধ্যে পলিরজনীর সন্তানবাৎসল্য গুণটির আভাস দেওয়া হয়েছে।

• মায়ের মতো মমতাময়ী আর কেউ নেই। প্রতিটি মা-ই চান তার সন্তান ভালো থাকুক। সন্তানের কোনো বিপদে মা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান। সন্তানের ভালো করার জন্য প্রত্যেক মা সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। ‘পলিরজননী’ কবিতায় কবি জসীমউদ্দীন এমন মমতাময়ী এক পলিরমায়ের সুনিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

• উদ্দীপকের রাহেলা বানু পলিরজনীর মতোই একজন স্নেহবৎসল মা। তিনি সন্তানের মজল কামনায় কঠোর পরিশ্রম করেন। সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে তিনি সন্তানকে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী। এজন্য তিনি নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেও দ্বিধা করেন না। রাহেলা বানুর স্নেহময়তার এই দিকটি ‘পলিরজননী’ কবিতার পলিরমায়ের সন্তানবাৎসল্যকে প্রতিফলিত করেছে।

ঘ. স্নেহময়তাকে ধারণ করলেও ‘পলিরজননী’র অসহায়ত্বের তীব্রতাকে ধারণ না করায় উদ্দীপকটি ‘পলিরজননী’ কবিতার সামগ্রিক ভাব তুলে ধরতে পারেনি।

• ‘পলিরজননী’ কবিতায় সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার গভীর মমতাময়ী দিক সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন কবি জসীমউদ্দীন। কবিতায় পলিরজননী সন্তানের অসুস্থতায় যেমন উদ্ভিগ্ন তেমনি দারিদ্র্যের কারণে ওষুধ না কিনতে পেরে অসহায়। ফলে সন্তানবাৎসল্যের পাশাপাশি কবিতায় পলিরজনীর অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে।

• উদ্দীপকের রাহেলা বানু কঠোর পরিশ্রম করে ছেলেকে লেখাপড়া করানোর সৎগাম করে চলেছেন। এবেরে রাহেলা বানুর সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অসহায়ত্ব নেই। কিন্তু ‘পলিরজননী’ কবিতায় পলিরজনীর মাঝে সন্তানের জন্য ভালোবাসা আছে, সন্তান হারানোর শঙ্কা আছে, অসহায়ত্ব আছে।

• প্রতিটি মায়ের মনেই অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণ রয়েছে। সন্তানের সুখে মা হাসেন, আবার সন্তানের দুঃখে মা কাঁদেন। ‘পলিরজননী’ কবিতায় অপত্যস্নেহের আকর্ষণে মা অসুস্থ সন্তানের শিয়রে বসে আতঙ্কিত হয়েছেন। উদ্দীপকে এ ধরনের কোনো বিষয় লব করা যায় না। পলিরমায়ের মাঝে আবদারমুখো পুত্রের চাহিদা পূরণের ব্যর্থতার কষ্ট রয়েছে। অসুস্থ সন্তানের পথ্য কেনার সামর্থ্য না থাকায় স্নেহবৎসল পুত্রের শিয়রে বসা পলিরমায়ের অসহায়ত্বের বেদনাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু স্নেহবাৎসল্যের দিকটিই প্রস্ফুটিত। সন্তান হারানোর আশঙ্কা কিংবা তার আবদার পূরণের অসামর্থ্যের যন্ত্রণার বিষয়গুলো এখানে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ‘পলিরজননী’ কবিতার মমতাময়ী মায়ের চেতনার সামগ্রিক দিক ফুটে ওঠেনি।

৫ ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক, পরের ঘরে মানুষ

যেমন ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছা, মালীর যত্ন নেই

ছেলেটা ফুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে

হাড় ভাঙে, বুনো বিষফল খেয়ে ও ভিরমি লাগে

কিছুতেই কিছু হয় না, আধমরা হয়েও বাঁচে

গেরেসত ঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে দূর দূর করে

কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গোয়ালিনী

তার উপদ্রবে গোয়ালিনীর স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে

তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে, পব নেয় ওই ছেলেটারই।

ক. বাঁশবনে ডাকে কে? ১

খ. মায়ের প্রাণ শঙ্কায় ভরে উঠেছে কেন? ২

<p>গ. উদ্দীপকের ছেলেটার সাথে ‘পলিরজননী’ কবিতার ছেলেটার পার্থক্য কোথায়?— ব্যাখ্যা করো। ৩</p> <p>ঘ. তুমি কি মনে করো সিধু গোয়ালিনী পলিরজননীরই প্রতিরূপ? উত্তরের পরে যুক্তি দাও। ৪</p>	<p>♦ ‘পলিরজননী’ কবিতায় আমরা দেখি একজন স্নেহময়ী মা কীভাবে তাঁর রুগ্ন শিশুর জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। দারিদ্র্যের কারণে এই মা সন্তানকে ওষুধ পথ্য দিতে পারেননি বলে তাঁর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ আরো বেড়ে গিয়েছে। তাই মসজিদ ও মাজারে মোমবাতি মানত করেন, আল্লাহ, রাসূল ও পীরকে মনে মনে স্মরণ করে সারা রাত সন্তানের শিয়রে পাশে বসে থাকেন। সন্তানের রোগ সারিয়ে তোলার সর্বাঙ্গক চেষ্টা চালান এই মা।</p>
<p>৫ নং প্র. উ.</p>	<p>♦ উদ্দীপকে বর্ণিত দূরন্ত ছেলেটিকে সবাই দেখে অবজ্ঞার চোখে। পিতৃ-মাতৃহীন ছেলেটির দিকে কেউই সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় না। সবাই তাকে আপদ ও উপদ্রুপ মনে করে। যে বাড়িতেই যায় সেখানেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সিধু গোয়ালিনী তাকে ডেকে আদর করে দুধ খাওয়ায়। তার উপদ্রুবে গোয়ালিনীর স্নেহ-মমতা আরো বেশি জেগে ওঠে। ছেলেটির দূরন্তপনায় কেউ তাকে শাসন করতে এলে গোয়ালিনী তার হয়ে প্রতিবাদ করে। তার পর নেয়। কারণ ছেলেটিকে দেখলে গোয়ালিনীর মাতৃত্ব ও সন্তান বাৎসল্য জেগে ওঠে।</p>
<p>ক. বাঁশবনে কানা কুয়ো ডাকে।</p> <p>খ. সন্তানের অসুস্থতায় মা অত্যন্ত বিচলিত। তাই পুত্র হারানোর শঙ্কায় তার মন ভরে উঠেছে।</p>	<p>♦ সন্তানবাৎসল্যই একজন মায়ের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। ‘পলিরজননী’ কবিতায় আমরা সে সন্তানবাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠা লব করি। একজন দরিদ্র অসহায় মায়ের পরে যা করণীয় তাই আমরা প্রত্যব করি। আবার উদ্দীপকের ছেলেটি গোয়ালিনীর নিজের সন্তান না হলেও তার প্রতি সে যে মমত্ববোধ দেখিয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করে। পিতৃমাতৃহীন এই ছেলেটির দিকে কেউই সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় না। সবাই তাকে আপদ ও উপদ্রুপ মনে করে। যে বাড়িতেই যায় সেখানেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। সিধু গোয়ালিনীই তার আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। পলিরজননীর মতোই ছেলেটির প্রতি সে গভীর মমতা অনুভব করে। সন্তানের মতোই তাকে আপন করে নেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সিধু গোয়ালিনী পলিরজননীর সার্থক প্রতিরূপ।</p>
<p>গ. ‘পলিরজননী’ কবিতার ছেলেটি মাতৃস্নেহে লালিত। আর উদ্দীপকের ছেলেটি মাতৃস্নেহ বঞ্চিত, বেড়ে উঠেছে অনাদর অবহেলায়।</p>	<p>♦ সন্তানবাৎসল্যই একজন মায়ের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। ‘পলিরজননী’ কবিতায় আমরা সে সন্তানবাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠা লব করি। একজন দরিদ্র অসহায় মায়ের পরে যা করণীয় তাই আমরা প্রত্যব করি। আবার উদ্দীপকের ছেলেটি গোয়ালিনীর নিজের সন্তান না হলেও তার প্রতি সে যে মমত্ববোধ দেখিয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করে। পিতৃমাতৃহীন এই ছেলেটির দিকে কেউই সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় না। সবাই তাকে আপদ ও উপদ্রুপ মনে করে। যে বাড়িতেই যায় সেখানেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। সিধু গোয়ালিনীই তার আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। পলিরজননীর মতোই ছেলেটির প্রতি সে গভীর মমতা অনুভব করে। সন্তানের মতোই তাকে আপন করে নেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সিধু গোয়ালিনী পলিরজননীর সার্থক প্রতিরূপ।</p>
<p>♦ ‘পলিরজননী’ কবিতায় পলিরজননী একজন মমতাময়ী মা। রবগুণ সন্তানের শিয়রে বসে তিনি দুষ্চিন্তায় প্রহর গুনছেন। সামর্থ্যের অভাবে ছেলের জন্য ওষুধ পথ্য জোগাড় করতে পারেননি তিনি। অসহায় মায়ের প্রাণ তাই সন্তানের মৃত্যু শঙ্কায় ভরে উঠেছে।</p>	<p>♦ সন্তানবাৎসল্যই একজন মায়ের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। ‘পলিরজননী’ কবিতায় আমরা সে সন্তানবাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠা লব করি। একজন দরিদ্র অসহায় মায়ের পরে যা করণীয় তাই আমরা প্রত্যব করি। আবার উদ্দীপকের ছেলেটি গোয়ালিনীর নিজের সন্তান না হলেও তার প্রতি সে যে মমত্ববোধ দেখিয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করে। পিতৃমাতৃহীন এই ছেলেটির দিকে কেউই সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় না। সবাই তাকে আপদ ও উপদ্রুপ মনে করে। যে বাড়িতেই যায় সেখানেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। সিধু গোয়ালিনীই তার আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। পলিরজননীর মতোই ছেলেটির প্রতি সে গভীর মমতা অনুভব করে। সন্তানের মতোই তাকে আপন করে নেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সিধু গোয়ালিনী পলিরজননীর সার্থক প্রতিরূপ।</p>
<p>♦ ‘পলিরজননী’ কবিতার ছেলেটি মাতৃস্নেহে লালিত। আর উদ্দীপকের ছেলেটি মাতৃস্নেহ বঞ্চিত, বেড়ে উঠেছে অনাদর অবহেলায়।</p>	<p>♦ সন্তানবাৎসল্যই একজন মায়ের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। ‘পলিরজননী’ কবিতায় আমরা সে সন্তানবাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠা লব করি। একজন দরিদ্র অসহায় মায়ের পরে যা করণীয় তাই আমরা প্রত্যব করি। আবার উদ্দীপকের ছেলেটি গোয়ালিনীর নিজের সন্তান না হলেও তার প্রতি সে যে মমত্ববোধ দেখিয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করে। পিতৃমাতৃহীন এই ছেলেটির দিকে কেউই সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় না। সবাই তাকে আপদ ও উপদ্রুপ মনে করে। যে বাড়িতেই যায় সেখানেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। সিধু গোয়ালিনীই তার আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। পলিরজননীর মতোই ছেলেটির প্রতি সে গভীর মমতা অনুভব করে। সন্তানের মতোই তাকে আপন করে নেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সিধু গোয়ালিনী পলিরজননীর সার্থক প্রতিরূপ।</p>
<p>♦ মাতৃস্নেহের এক অনুপম নিদর্শন ‘পলিরজননী’ কবিতা। পলিরজননীর বুকের মানিক ছেলেটি তার মায়ের কোলেই বড় হয়েছে। তার দিন কাটে খেলাধুলা আর ঘুড়ি লাটাই নিয়ে। মায়ের কাছে তার আবদারের শেষ নেই। টাঁপের মোয়া, গুড়ের পাটালি আরো কত কী? মায়ের আদরে বড় হওয়া ছেলেটি যখন রোগশয্যায় তখন স্নেহময়ী মা ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তার অসুখ সারিয়ে তোলার জন্য তার শিয়রে বসে থাকেন।</p>	<p>♦ সন্তানবাৎসল্যই একজন মায়ের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। ‘পলিরজননী’ কবিতায় আমরা সে সন্তানবাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠা লব করি। একজন দরিদ্র অসহায় মায়ের পরে যা করণীয় তাই আমরা প্রত্যব করি। আবার উদ্দীপকের ছেলেটি গোয়ালিনীর নিজের সন্তান না হলেও তার প্রতি সে যে মমত্ববোধ দেখিয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করে। পিতৃমাতৃহীন এই ছেলেটির দিকে কেউই সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় না। সবাই তাকে আপদ ও উপদ্রুপ মনে করে। যে বাড়িতেই যায় সেখানেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। সিধু গোয়ালিনীই তার আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। পলিরজননীর মতোই ছেলেটির প্রতি সে গভীর মমতা অনুভব করে। সন্তানের মতোই তাকে আপন করে নেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সিধু গোয়ালিনী পলিরজননীর সার্থক প্রতিরূপ।</p>
<p>♦ উদ্দীপকের ছেলেটি পরের ঘরে মানুষ হয়েছে। যত্নহীনভাবে আগাছার মতো সে বড় হচ্ছে। সবাই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। তার অসহায়ত্বের কথা কেউ ভাবে না। কিন্তু ‘পলিরজননী’ কবিতার ছেলেটি অভাবী হলেও মায়ের স্নেহধন্য।</p>	<p>♦ সন্তানবাৎসল্যই একজন মায়ের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। ‘পলিরজননী’ কবিতায় আমরা সে সন্তানবাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠা লব করি। একজন দরিদ্র অসহায় মায়ের পরে যা করণীয় তাই আমরা প্রত্যব করি। আবার উদ্দীপকের ছেলেটি গোয়ালিনীর নিজের সন্তান না হলেও তার প্রতি সে যে মমত্ববোধ দেখিয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করে। পিতৃমাতৃহীন এই ছেলেটির দিকে কেউই সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় না। সবাই তাকে আপদ ও উপদ্রুপ মনে করে। যে বাড়িতেই যায় সেখানেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। সিধু গোয়ালিনীই তার আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। পলিরজননীর মতোই ছেলেটির প্রতি সে গভীর মমতা অনুভব করে। সন্তানের মতোই তাকে আপন করে নেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সিধু গোয়ালিনী পলিরজননীর সার্থক প্রতিরূপ।</p>
<p>ঘ. সন্তানবাৎসল্যের দিক দিয়ে সিধু গোয়ালিনী পলিরজননীর প্রতিরূপ।</p>	<p>♦ সন্তানবাৎসল্যই একজন মায়ের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। ‘পলিরজননী’ কবিতায় আমরা সে সন্তানবাৎসল্যের চরম পরাকাষ্ঠা লব করি। একজন দরিদ্র অসহায় মায়ের পরে যা করণীয় তাই আমরা প্রত্যব করি। আবার উদ্দীপকের ছেলেটি গোয়ালিনীর নিজের সন্তান না হলেও তার প্রতি সে যে মমত্ববোধ দেখিয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করে। পিতৃমাতৃহীন এই ছেলেটির দিকে কেউই সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয় না। সবাই তাকে আপদ ও উপদ্রুপ মনে করে। যে বাড়িতেই যায় সেখানেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। সিধু গোয়ালিনীই তার আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। পলিরজননীর মতোই ছেলেটির প্রতি সে গভীর মমতা অনুভব করে। সন্তানের মতোই তাকে আপন করে নেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, সিধু গোয়ালিনী পলিরজননীর সার্থক প্রতিরূপ।</p>

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

<p>১. ‘পলিরজননী’ কবিতার রচয়িতা কে?</p>	<p>উত্তর : জসীমউদ্দীনের ভ্রমণকাহিনির নাম ‘চলে মুসাফির’।</p>
<p>উত্তর : ‘পলিরজননী’ কবিতার রচয়িতা কবি জসীমউদ্দীন।</p>	<p>৯. কোন বিশ্ববিদ্যালয় জসীমউদ্দীনকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে?</p>
<p>২. জসীমউদ্দীন কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?</p>	<p>উত্তর : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় জসীমউদ্দীনকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে।</p>
<p>উত্তর : জসীমউদ্দীন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।</p>	<p>১০. কবি জসীমউদ্দীন কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?</p>
<p>৩. জসীমউদ্দীন কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?</p>	<p>উত্তর : কবি জসীমউদ্দীন ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।</p>
<p>উত্তর : জসীমউদ্দীন ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।</p>	<p>১১. পলিরজননী কোথায় বসে আছে?</p>
<p>৪. জসীমউদ্দীনের কবিতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে কী?</p>	<p>উত্তর : পলিরজননী রবগুণ ছেলের শিয়রে বসে আছে।</p>
<p>উত্তর : জসীমউদ্দীনের কবিতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে পলির মাটি ও মানুষের জীবনচিত্র।</p>	<p>১২. ‘পলিরজননী’ কবিতায় নিবু নিবু দীপ কোথায় জ্বলছে?</p>
<p>৫. জসীমউদ্দীনের উপাধি কী?</p>	<p>উত্তর : ‘পলিরজননী’ কবিতায় নিবু নিবু দীপ রবগুণ ছেলেটির শিয়রের কাছে জ্বলছে।</p>
<p>উত্তর : জসীমউদ্দীনের উপাধি পলিরকবি।</p>	<p>১৩. ‘পলিরজননী’ কবিতায় পচান পাতার দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে কোথা থেকে?</p>
<p>৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন জসীমউদ্দীনের কোন কবিতা প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়?</p>	<p>উত্তর : ‘পলিরজননী’ কবিতায় পচান পাতার দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এদো ডোবা থেকে।</p>
<p>উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন জসীমউদ্দীনের ‘কবর’ কবিতা প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়।</p>	<p>১৪. ‘পলিরজননী’ কবিতায় বেড়ার ফাঁক দিয়ে কী আসছে?</p>
<p>৭. জসীমউদ্দীনের কোন কাব্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?</p>	<p>উত্তর : ‘পলিরজননী’ কবিতায় বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের বায়ু আসছে।</p>
<p>উত্তর : জসীমউদ্দীনের ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ কাব্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।</p>	<p>১৫. পলিরজননী কোথায় মোমবাতি মানত করেন?</p>
<p>৮. জসীমউদ্দীনের ভ্রমণকাহিনির নাম কী?</p>	<p>উত্তর : পলিরজননী মসজিদে মোমবাতি মানত করেন।</p>
	<p>১৬. ‘পলিরজননী’ কবিতায় বাঁশবনে বসে কী ডাকে?</p>

উত্তর : ‘পলিরজননী’ কবিতায় বাঁশবনে বসে কানা কুয়ো ডাকে।	উত্তর : পলিরজননী কবিতায় ছেলেটি দূর বন থেকে এক কৌচ ভরা বেথুল এনেছিল।
১৭. ‘পলিরজননী’ কবিতায় বাদুড় পাখার বাতাসে কী হেলে পড়ে?	২২. পলিরজননীর আড়ঙের দিনে ছেলের জন্য কী কেনার পয়সা জোটেনি?
উত্তর : ‘পলিরজননী’ কবিতায় বাদুড় পাখার বাতাসে সুপারির বন হেলে পড়ে।	উত্তর : পলিরজননীর আড়ঙের দিনে ছেলের জন্য পুতুল কেনার পয়সা জোটেনি।
১৮. রবগুণ ছেলেটি ভালো হয়ে গেলে কার সাথে খেলতে যেতে চায়?	২৩. ‘পলিরজননী’ কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উত্তর : রবগুণ ছেলেটি ভালো হয়ে গেলে করিমের সাথে খেলতে যেতে চায়।	উত্তর : ‘পলিরজননী’ কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনের ‘রাখালী’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
১৯. ‘পলিরজননী’ কবিতায় রবগুণ ছেলেটি কাকে লাটাই যত্ন করে রাখতে বলেছে?	২৪. ‘পলিরজননী’ কবিতায় পলির মায়ের মনে কী শঙ্কা জেগে ওঠে?
উত্তর : ‘পলিরজননী’ কবিতায় রবগুণ ছেলেটি মাকে লাটাই যত্ন করে রাখতে বলেছে।	উত্তর : ‘পলিরজননী’ কবিতায় পলিরমায়ের মনে পুত্র হারানোর শঙ্কা জেগে ওঠে।
২০. পলিরজননীকে রবগুণ ছেলেটি খেজুরের গুড়ের নয়া পাটালিতে কী ভরে রাখতে বলে?	
উত্তর : পলিরজননীকে রবগুণ ছেলেটি খেজুরের গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ু মের কোলা ভরে রাখতে বলেছে।	
২১. ‘পলিরজননী’ কবিতায় ছেলেটি দূর বন থেকে এক কৌচ ভরা কী এনেছিল?	

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

- কবি জসীমউদ্দীনকে ‘পলিরকবি’ বলা হয় কেন?
উত্তর : কবি জসীমউদ্দীন তার কবিতায় পলির মানুষের আশা-স্বপ্ন-আনন্দ-বেদনা ও বিরহ-মিলনের এক মধুর চিত্র সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বলে তাঁকে পলিরকবি বলা হয়।
- পলির মাটি ও মানুষের জীবনচিত্র কবি জসীমউদ্দীনের কবিতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। তিনি গ্রামবাংলার পলির প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনচিত্র দর্শনকে কবিতার স্বেচ্ছা আবদ্ধ করেছেন। পলির মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার এমন আবেগ-মধুর চিত্র অন্য কোনো কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। তাই তাঁকে পলিরকবি বলা হয়।
- পলিরজননী শিয়রে বসে ছেলের আয়ু গুনছেন কেন?
উত্তর : অসুস্থ সন্তানের পাশে বসে অজানা আশঙ্কায় পলিরজননী ছেলের আয়ু গুনছেন।
- প্রতিটি মা তার সন্তানকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সন্তানের কোনো বিপদ আপদে মা সবচেয়ে বেশি ব্যথিত হন। ‘পলিরজননী’ কবিতায় বর্ণিত পলির মাও সন্তানের অসুস্থতায় বিচলিত হন। অজানা শঙ্কায় তার মান আনন্দান করে। তাই রবগুণ ছেলের শিয়রে বসে মা ছেলের আয়ু গুনছেন।
- ‘পলিরজননী’ কবিতায় বর্ণিত ছেলেটির শূণ্য থাকতে ভালো লাগে না কেন?
উত্তর : চঞ্চল স্বভাবের হওয়ার কারণে ‘পলিরজননী’ কবিতায় বর্ণিত ছেলেটির শূণ্য থাকতে ভালো লাগে না।
- রবগুণ ছেলেটি অসুস্থ হওয়ায় তাকে বাধ্য হয়ে শূণ্য থাকতে হয়। কিন্তু তার শিশুসুলভ মানসিকতার কারণে সে শূণ্য থাকতে চায় না। ছেলেটি তার স্বাভাবিক চঞ্চলতায় ঘুরে বেড়াতে চায়। এই চঞ্চলতায় বাদ সেধেছে অসুস্থতা। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই ছেলেটির শূণ্য থাকতে ভালো লাগে না।
- পলিরজননী নামাজের ঘরে মোমবাতি মানেন কেন?
উত্তর : পলিরজননী অসুস্থ সন্তানের সুস্থতা কামনা করে নামাজের ঘরে মোমবাতি মানেন।
- মায়ের মতো মমতাময়ী আর কেউ নেই। মা সকল সময় তার সন্তানের মজল কামনা করেন। কবিতায় বর্ণিত পলিরজননী তার সন্তানের প্রতি ভালোবাসায় ব্যাকুল। সন্তানের অসুস্থতা তাকে পীড়া দেয়। তিনি যত দ্রুত সম্ভব সন্তানের সুস্থতা কামনা করেন। এজন্য তিনি সন্তানের সুস্থতার আশায় নামাজের ঘরে মোমবাতি মানত করেন।
- পলিরজননীর ছেলে দূর বনে গেলে সন্ধ্যাবেলা তাঁর প্রাণ আই চাই করে কেন?
উত্তর : পলিরজননীর ছেলে দূর বনে গেলে সন্ধ্যাবেলা তাঁর প্রাণ অজানা শঙ্কায় আই চাই করে।
- পলিরজননী তাঁর ছেলেকে খুব ভালোবাসেন। তিনি সন্তানের প্রতি চিরন্তন মমতায় ব্যাকুল। ছেলে দূর বনে গেলে মায়ের মন অজানা শঙ্কায় ভরে ওঠে। ছেলের না জানি কী হয় এই ভেবে তিনি আকুল হন। এজন্য সন্ধ্যা হয়ে গেলেও যখন দেখেন ছেলে আসছে না তখন শঙ্কায় তাঁর মাতৃহৃদয় আই চাই করে।
- পলিরজননী ছেলের ছোটখাটো আবদার মেটাতে পারেননি কেন?
উত্তর : দরিদ্রতার কারণে পলিরজননী ছেলের ছোটখাটো আবদার মেটাতে পারেননি।
- পলিরজননী তাঁর ছেলেকে অনেক স্নেহ করেন। ছেলের জন্য তার মনে সর্বদা মজলচিন্তা কাজ করে। তাই ছেলের কোনো চাওয়া তিনি অপরূপ রাখতে চান না। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে তিনি তা করতে পারেন না। সংসারের অভাব-অনটনের কারণে সন্তান কোনো কিছু আবদার করলে তিনি তা এড়িয়ে যান।
- পলিরজননী ছেলেকে মুসলমানের আড়ং দেখতে নেই বলেছেন কেন?
উত্তর : পলিরজননী ছেলেকে পুতুল কেনার পয়সা দিতে পারবেন না বলে মুসলমানের আড়ং দেখতে নেই বলেছেন।
- পলিরজননী দরিদ্র নারী। তাঁর কুঁড়েঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের বাতাস ঢোকে। অভাবের কারণে তিনি ছেলের আবদার মেটাতে পারেন না। ফলে ছেলেকে আড়ঙের মেলা দেখতে দিতে চান না। কেননা ছেলে আড়ঙের মেলা দেখতে গেলে পুতুল কিনতে পয়সা চাইবে। আর পুতুল কেনার পয়সা দিতে পারবেন না বলেই পলিরজননী বলেছেন মুসলমানের আড়ং দেখতে নেই।

৮. পলিরজননী ছেলের জন্য ওষুধ আনেননি কেন?

উত্তর : পলিরজননী অর্থাভাবে ছেলের জন্য ওষুধ আনেননি।

- কবিতায় বর্ণিত পলিরজননী একজন দারিদ্র্যক্রিষ্ট নারী। সংসারের অভাবের কারণে তিনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তানের অনেক আবদার পূরণ করতে পারেন না। ছেলের প্রতি মমতার কোনো কমতি না থাকলেও দরিদ্র মাতার অর্থকষ্ট তাঁর মনঃকষ্টকে গভীর করেছে। অভাবের কারণেই পলিরজননী তাঁর ছেলের অসুস্থতায় একটু ওষুধ পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেননি।

৯. পলিরজননী দূর দূর করে ঘরের চালে ডাকতে থাকা হুতোম তাড়ান কেন?

উত্তর : পলিরজননীর মতে ঘরের চালে হুতোমের ডাক অকল্যাণ বয়ে আনে বিধায় তিনি দূর দূর করে হুতোম তাড়ান।

- পলিরবাংলায় নানা কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। কবিতায় বর্ণিত পলিরজননী এরকম একটি সংস্কারে বিশ্বাসী। সন্তানের অসুস্থতায় তিনি ঘরের চালে হুতোমের ডাককে অকল্যাণের সূর মনে করেন। তাই দূর দূর করে এই হুতোম তাড়িয়েছেন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি

১. 'পলিরজননী' কবিতাটির রচয়িতা কে? গ
 - কাজী নজরুল ইসলাম
 - ফররুখ আহমদ
 - জসীমউদ্দীন
 - সুকান্ত ভট্টাচার্য
২. কবি জসীমউদ্দীন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? গ
 - ১৯০১ সালে
 - ১৯০২ সালে
 - ১৯০৩ সালে
 - ১৯০৪ সালে
৩. কবি জসীমউদ্দীন কোন জেলার জন্মগ্রহণ করেন? গ
 - বরিশাল
 - নরসিংদী
 - ফরিদপুর
 - পাবনা
৪. কবি জসীমউদ্দীনের কবিতায় কোন বিষয়টি বেশি প্রকাশিত হয়েছে? ক
 - পলির মাটি ও মানুষের জীবনচিত্র
 - বাংলার সামাজিক বৈষম্যের দিক
 - পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র
 - সরকারের অবিচারের প্রতিবাদ
৫. কবি জসীমউদ্দীনের উপাধি কী? ঘ
 - সাম্যের কবি
 - বিদ্রোহী কবি
 - স্বভাবকবি
 - পলিরকবি
৬. কবি জসীমউদ্দীন কর্মজীবনের শুরুরতে কোথায় অধ্যাপনা করেন? ঘ
 - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
 - আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে
 - জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
 - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
৭. কবি জসীমউদ্দীনের কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে কখন? খ
 - শিশু অবস্থায়
 - ছাত্র অবস্থায়
 - অধ্যাপনা শুরুর পর
 - শেষ বয়সে
৮. কবি জসীমউদ্দীনের কোন কবিতাটি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই প্রবেশিকা বাংলা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়? ঘ
 - পলিরজননী
 - বালুচর
 - আসমানী
 - কবর
৯. কবি জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে? ক
 - নকশী কাঁথার মাঠ
 - রাখালী
 - বালুচর
 - এক পয়সার বাঁশি
১০. কোনটি কবি জসীমউদ্দীনের রচিত ভ্রমণকাহিনী? গ

- ক নকশী কাঁথার মাঠ
 - রাখালী
 - চলে মুসাফির
 - হাসু
১১. কবি জসীমউদ্দীনকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে কোন প্রতিষ্ঠান? ঘ
 - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
 - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
 - আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়
 - বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
 ১২. কবি জসীমউদ্দীন কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ঘ
 - ১৯৭৩ সালে
 - ১৯৭৪ সালে
 - ১৯৭৫ সালে
 - ১৯৭৬ সালে
 ১৩. পলিরজননী অন্ধকার রাতে জেগে রয়েছেন কেন? ক
 - ছেলের অসুস্থতার কারণে
 - কাজ করার জন্য
 - প্রার্থনা করার জন্য
 - কবিরাজের অপেবায়
 ১৪. পলিরজননী কোথায় বসে রয়েছেন? গ
 - বারান্দায়
 - দাওয়ায়
 - রবগুণ ছেলের শিয়রে
 - রবগুণ ছেলের পায়ের কাছে
 ১৫. 'পলিরজননী' কবিতায় কোথায় নিবু নিবু দীপ ঘুরে ঘুরে জ্বলছে? ক
 - রবগুণ ছেলের শিয়রে
 - ঘরের চৌকাঠের কাছে
 - চেয়ারের ওপর
 - রবগুণ ছেলের পায়ের কাছে
 ১৬. 'পলিরজননী' কবিতায় এদো ডোবা থেকে কিসের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে? খ
 - পচা কাদার
 - পচান পাতার
 - পচা পাটের
 - পচা মাছের
 ১৭. পলিরজননীর ঘর কেমন? ঘ
 - পাকা
 - টিনের তৈরি
 - আধাপাকা
 - কুঁড়েঘর
 ১৮. পলিরজননীর ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে কী আসে? গ
 - নেড়ী কুকুর
 - বিড়াল
 - শীতের বাতাস
 - রোদের কিরণ
 ১৯. 'পলিরজননী' কবিতায় মা ছেলের শিয়রে বসে কী করছেন? গ
 - পাটি তৈরি করছেন

২০. 'পলিরজননী' কবিতায় ছেলেটির শূয়ে থাকতে ভালো লাগে না কেন? **ক**
- ক অসুস্থতার কারণে খ মায়ের বকুনির কারণে
গ খেলতে যাবে বলে ঘ পচান পাতার দুর্গন্ধে
২১. পলিরজননী ছেলের পাখুর গালে চুমো খায় কেন? **খ**
- ক খুশি হয়ে
খ মমতায়
গ ছেলে শূয়ে থাকতে না চাওয়ায়
ঘ ছেলে সুস্থ হয়ে যাওয়ায়
২২. পলিরজননী ছেলের সুস্থতার জন্য কোথায় মোমবাতি মানে? **গ**
- ক মাজারে খ দরগায়
গ মসজিদে ঘ মন্দিরে
২৩. পলিরজননীর প্রাণ কঁাদে কেন? **খ**
- ক অভাবের কারণে
খ সম্ভানের অসুস্থতার জন্য
গ ছেলের শীত লাগায়
ঘ পুতুল কেনার পয়সা না দিতে পারায়
২৪. 'পলিরজননী' কবিতায় কোথায় কানা কুয়ো ডাকে? **গ**
- ক ঘরের চালে খ সুপারিগাছে
গ বাঁশবনে ঘ শালবনে
২৫. 'পলিরজননী' কবিতায় কিসের বাতাসে সুপারির বন হেলে পড়ে? **ঘ**
- ক ঝড়ের বাতাসে
খ শীতের ঠান্ডা হাওয়ায়
গ হুতোমের পাখার বাতাসে
ঘ বাদুড়ের পাখায় বাতাসে
২৬. 'পলিরজননী' কবিতায় বুনে পথে কুয়াশার কাফন ধরে কে যায়? **ঘ**
- ক বাদুড়ের দল খ হুতোমের দল
গ কানাকুয়ো ঘ জোনাকি মেয়েরা
২৭. পলিরজননীর মনে কিসের শজ্জা জাগে? **খ**
- ক দীপ নিভে যাওয়ার খ সম্ভান হারানোর
গ সুপারির বন হেলে পড়ার
ঘ ছেলের লাটাই হারিয়ে ফেলার
২৮. কোন কথা ভাবতে পলিরজননীর প্রাণ শিউরে ওঠে? **ঘ**
- ক হুতোমের ডাকের কথা খ অন্ধকার রাতের কথা
গ কানাকুয়োর কথা ঘ ছেলে হারানোর কথা
২৯. পলিরজননী মনে মনে কিসের জাল বোনে? **গ**
- ক অভাব দূর করার খ ছেলের বায়না পূরণের
গ ছেলের সুস্থতার
ঘ ছেলের লাটাই যত্নে রাখার
৩০. 'পলিরজননী' কবিতায় রবগুণ ছেলেটি কার ঝাড়ফুঁকের কথা বলেছে? **গ**
- ক করিমের খ আজিজের

৩১. রবগুণ ছেলেটি পলিরজননীকে কী যতন করে রাখতে বলেছে? **ক**
- ক লাটাই খ ঘুড়ি
গ বই ঘ খেলনা গাড়ি
৩২. রবগুণ ছেলেটি পলিরজননীকে সাত-নরি সিকা ভরে কী রাখতে বলেছে? **খ**
- ক খেজুরের গুড় খ ট্যাপের মোয়া
গ মুড়ি ঘ খই
৩৩. রবগুণ ছেলেটি পলিরজননীকে খেজুরের গুড়ের নয়া পাটালি কিসে রাখতে বলেছে? **খ**
- ক সাত-নরি সিকায় খ হুড়ুমের কোলায়
গ মাটির হাঁড়িতে ঘ পাটের ব্যাগে
৩৪. 'পলিরজননী' কবিতায় ছেলেটি মাকে না বলে কোথায় গিয়েছিল? **ক**
- ক দূর বনে খ পাহাড়ে
গ বন্ধুর বাড়ি ঘ নৌকা ভ্রমণে
৩৫. 'পলিরজননী' কবিতায় মায়ের প্রাণ আইটাই করেছিল কেন? **ক**
- ক সম্প্রা হয়ে গেলেও ছেলে ফিরে না আসায়
খ ছেলে পুতুল কিনতে টাকা চাওয়ায়
গ ছেলে আড়ং দেখতে যাওয়ায়
ঘ বাঁকা বনে কানা কুয়ো ডাকায়
৩৬. 'পলিরজননী' কবিতায় ছেলেটি দূর বন থেকে এক কৌচ ভরে কী নিয়ে আসে? **গ**
- ক লটকন ফল খ নাট্যফল
গ বেথুল ঘ আমলকী
৩৭. দূর বন থেকে সাঁঝের বেলায় বাড়ি ফেরায় পলিরজননী ছেলেকে কী বলে গালি দেয়? **খ**
- ক জানোয়ার খ মুখপোড়া
গ বেয়াদব ঘ হতভাগা
৩৮. পলিরজননী ছেলের ছোটখাটো বায়না মেটাতে পারেনি কেন? **ক**
- ক অভাবের কারণে খ ব্যস্ততার কারণে
গ স্বামী না থাকায় ঘ রাগ করে থাকায়
৩৯. 'পলিরজননী' কবিতায় ছেলেটি আড়ঙের দিনে মায়ের কাছে কী কিনতে পয়সা চায়? **খ**
- ক বাঁশি খ পুতুল
গ ঘুড়ি ঘ বাতাসা
৪০. পলিরজননীর কাছে ছেলের পুতুল কেনার পয়সা জোটেনি বলে তিনি ছেলেকে কী বলেছেন? **ক**
- ক মোসলমানের আড়ং দেখিতে নাই
খ ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়েছিলি এমনি এ কালী সাঁঝে
গ চুপটি করিয়া ঘুমোতো একটিবার
ঘ ভালো করে দাও আলা রসুল ভালো করে দাও পীর
৪১. ছেলের অসুখে পলিরজননী ওষুধ আনেননি কেন? **গ**
- ক ছেলের ওপর রাগ করে
খ বিনা ওষুধেই ভালো হবে ভেবে
গ ওষুধ কেনার টাকা না থাকায়

৪২. ‘পলিরজননী’ কবিতায় কোনটি অকল্যাণের প্রতীক? ঘ
- ক বাঁশবনে কানা কুয়ো ডাকা
খ সুপারিবনে বাদুড় ওড়া
গ বুনো পথে জোনাকি ওড়া
ঘ ঘরের চালে হুতুম ডাকা
৪৩. ‘পলিরজননী’ কবিতায় কোথায় হুতুম ডাকছে? ক
- ক ঘরের চালে গ সুপারিবনে
গ বাঁশবনে ঘ নারকেলগাছে
৪৪. পলিরজননী দূর-দূর করে ওঠেন কেন? খ
- ক কানাকুয়ো তাড়াতে গ হুতুম তাড়াতে
গ বাদুড় তাড়াতে ঘ জোনাকি তাড়াতে
৪৫. ‘পলিরজননী’ কবিতায় কোথায় বিরহিনী ডাহুক ডাকে? খ
- ক সুপারি বনে গ পচা ডোবায়
গ দূর বনে ঘ বাঁশবনে
৪৬. ‘পলিরজননী’ কবিতায় কৃষ্ণাং ছেলেরা কার বাচ্চা চুরি করেছে? গ
- ক কানা কুয়ো গ বাদুড়ের
গ ডাহুকের ঘ হুতুমের
৪৭. ‘পলিরজননী’ কবিতায় কার সম্মুখে ঘোর কুজ্জটি মহাকাল রাত পাতা? ক
- ক মায়ের গ রবগ্ণ ছেলেটির
গ রহিম চাচার ঘ করিমের
৪৮. কিসের সাথে বুঝিয়া মাটির প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে? খ
- ক শীতের সাথে গ আঁধারের সাথে
গ ডোবার পচা গন্ধের সাথে ঘ বাতাসের সাথে
৪৯. ‘পলিরজননী’ কবিতায় নামাজের ঘর বলতে কী বোঝানো হয়েছে? গ
- ক মাজার গ খানকাহ শরিফ
গ মসজিদ ঘ মায়ের ঘর
৫০. পলিরজননী নামাজের ঘরে মোমবাতি মানেন কেন? ক
- ক ছেলের সুস্থতার জন্য
গ দূর বন থেকে ছেলে ফিরে আসার জন্য
গ হুতুমের ডাক বন্ধ করার জন্য
ঘ অভাব দূর করার জন্য
৫১. ‘পলিরজননী’ কবিতাটি কবি জসীমউদ্দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে? গ
- ক নকশী কাঁথার মাঠ গ এক পয়সার বাঁশি
গ রাখালী ঘ হাসু
৫২. ‘পলিরজননী’ কবিতানুযায়ী কার মতো মমতাময়ী আর কেউ নেই? খ
- ক বাবার গ মায়ের
গ ভাইয়ের ঘ বোনের
৫৩. ‘পলিরজননী’ কবিতার মূল কথা কোনটি? গ
- ক গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনা
গ সমাজের বিভিন্ন সংস্কার বর্ণনা

- গ অপত্যশ্নেহের অনিবার্য আকর্ষণ
ঘ পলিরমায়েরদের অভাব-অনটন
৫৪. পলিরজননী রবগ্ণ ছেলের শিয়রে বসে রয়েছেন—
- i. সন্তানবাৎসল্যের আকর্ষণে
ii. ছেলের অসুখ ভালো করার জন্য
iii. সন্তানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ায়
- নিচের কোনটি সঠিক? খ
- ক i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫৫. ‘পলিরজননী’ কবিতায় মাটির প্রদীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে—
- i. বাতাসের কারণে
ii. তেল ফুরিয়ে আসার কারণে
iii. মায়ের পাখার বাতাসে
- নিচের কোনটি সঠিক? ক
- ক i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫৬. পলিরজননীর ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের বায়ু আসে—
- i. পলিরজননী দরিদ্র হওয়ায়
ii. কুঁড়েঘরের বেড়া ভাঙা থাকায়
iii. পলিরজননী ঘরের বেড়া ফাঁকা করে দেওয়ায়
- নিচের কোনটি সঠিক? ক
- ক i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫৭. ‘পলিরজননী’ কবিতায় ছেলেটি শুয়ে থাকতে চায় না—
- i. একঘেয়েমি লাগার কারণে
ii. স্বভাবসুলভ চঞ্চলতার কারণে
iii. আড়ং দেখতে যাওয়ার লোভে
- নিচের কোনটি সঠিক? ক
- ক i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫৮. পলিরজননী নামাজের ঘরে মোমবাতি মানেন—
- i. সন্তানের সুস্থতা কামনা করে
ii. সংসারের অভাব দূর করার আশায়
iii. সন্তানের প্রতি অজানা আশঙ্কা করে
- নিচের কোনটি সঠিক? খ
- ক i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
৫৯. ‘ভালো করে দাও আলা রসুল ভালো করে দাও গীর’— চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে—
- i. পলিরজননীর ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা
ii. পলিরজননীর সন্তানের প্রতি ভালোবাসা
iii. পলিরজননীর হৃদয়ের আকৃতি
- নিচের কোনটি সঠিক? গ
- ক i ও ii গ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬০. পলিরজননীর প্রাণ শিউরে ওঠে—

- ছেলে হারানোর কথা ভাবলে
- ছেলের পুতুল কেনার কথা ভাবলে
- ছেলে সম্প্রদায়ের ঘরে না ফিরলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬১. ‘পলিরজননী’ কবিতায় মায়ের প্রাণ আইচাই করে—

- ছেলে আড়ং দেখতে গেলে
- সাঁঝ হলেও ছেলে ফিরে না আসায়
- ছেলের প্রতি ভালোবাসার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬২. পলিরজননী গরিব হওয়ার ফল হলো—

- ছেলের জন্য ওষুধ কিনতে না পারা
- ছেলেকে আড়ং দেখতে নিষেধ করা
- ছেলের জন্য মসজিদে মোমবাতি মানা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৩. ‘মোসলমানের আড়ং দেখিতে নাই’— পলিরজননী ছেলেকে এ কথা বলেছেন—

- ধর্মীয় কুসংস্কারে বিশ্বাস করে
- সংসারের অভাবের কারণে
- পুতুল কেনার পয়সা জোটেনি বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৪. পলিরজননী ছেলের জন্য ওষুধ আনেনি—

- পয়সার অভাবে
- ছেলের ওপর রাগ করে
- সামর্থ্যের অভাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৫. পলিরজননী ঘরের চালে হুতুমের ডাক শুনে দূর দূর করে ওঠেন—

- হুতুমের ডাক অকল্যাণের হওয়ায়
- ছেলের প্রতি অজানা আশঙ্কা করে
- ছেলে হুতুমের ডাকে ভয় পাবে ভেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৬. ‘পলিরজননী’ কবিতায় পচা ডোবা থেকে ডাক ডাকছে—

- বিরহিনী সুরে
- কৃষাণ ছেলেরা তার বাচ্চা চুরি করায়
- অকল্যাণের সুরে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৭. পলিরজননী মনঃকণ্ঠে ভোগেন—

- ছেলেকে গালি দেওয়ায়
- ছেলেকে পুতুল কেনার পয়সা না দিতে পারায়
- ছেলের অসুখে ওষুধ কিনতে না পারায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৮. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রোকন প্রচণ্ড জ্বর বিছানাগত হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে তার মা উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ে। ছেলের অসুখ ভালো হলে মসজিদে মিলাদ দেওয়ার মানত করে।

৬৮. উদ্দীপকের রোকনের সাথে ‘পলিরজননী’ কবিতার কার মিল বিদ্যমান?

- ক পলিরমায়ের ছেলোটর খ মায়ের
গ করিমের ঘ রহিম চাচার

৬৯. উদ্দীপকের রোকনের মায়ের মাঝে পলিরজননীর যে দিকটির প্রকাশ ঘটেছে তা হলো—

- সন্তানবাৎসল্য
- সংসারের অভাব
- সন্তানের সুস্থতার জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭০ ও ৭১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

নিজাম কবিরাজ পানি পড়া দেয়। এলাকার বিভিন্ন মানুষ রোগের জন্য তার কাছে পানি পড়া নিতে আসে। এর জন্য নিজাম কবিরাজ কোনো টাকা নেয় না। শুধু পানিতে দুই তিন ফুঁ দিয়েই বলে এতে সকল রোগ সেরে যাবে।

৭০. ‘পলিরজননী’ কবিতার আলোকে বলা যায় উদ্দীপকের নিজাম কবিরাজ ‘পলিরজননী’ কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিভূ?

- ক করিম খ রহিম চাচা
গ আজিজ ঘ পলিরজননী

৭১. উদ্দীপকের নিজাম কবিরাজের মতো লোকেরা—

- পলিরজননীর মতো অনেকের বিশ্বাস অর্জন করেছে
- আমাদের দেশের একটি সংস্কারকে ধারণ করে আছে
- পলির মানুষের সরলতার সুযোগ নিচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭২ ও ৭৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সজীব সারা দিন ছোট্ট ছুটি করে বেড়ায়। এজন্য মা তাকে প্রায়ই বকাবকি করে। একদিন সন্দেশ বিক্রেতাকে দেখে সজীব মায়ের কাছে সন্দেশ খাওয়ার বায়না

ধরে। কিন্তু মা তাকে সন্দেহ না কিনে দিয়ে বলে “এই সন্দেহ ভালো না, বাজার থেকে ভালো সন্দেহ কিনে দেবো।”

৭২. উদ্দীপকে সজীবের মায়ের মাঝে পলিরজননীর কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? খ

- ক সন্তানের প্রতি ভালোবাসার দিক
- খ মায়ের দরিদ্রতার দিক
- গ মায়ের মনঃকষ্টের দিক
- ঘ মায়ের অজানা আশঙ্কার দিক

৭৩. উদ্দীপকের সজীবের মায়ের তুলনায় কবিতায় বর্ণিত পলিরজননীর অপত্যস্নেহের আকর্ষণ বেশি। কেননা—

- i. পলিরজননী নিজের অপারগতায় মনঃকষ্টে ভুগেছে
- ii. পলিরজননী পুত্রের অসুস্থতায় ব্যথিত হয়েছে
- iii. পুত্রের জন্য অজানা আশঙ্কায় পলিরজননী চিন্তিত হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক? ঘ

- ক i ও ii
- খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাড়ির পাশের গাছে একটি হাঁড়িচাচা পাখি ডেকে সারা হচ্ছে। সখিনা এই পাখির ডাক শুনে শিহরিত হয়। সে মায়ের কাছে শুনেছে হাঁড়িচাচা ডাকলে নাকি বাড়িতে কুটুম আসে।

৭৪. উদ্দীপকে ‘পলিরজননী’ কবিতার কার সাদৃশ্য লবণীয়? ক

- ক রবগুণ ছেলেটির
- খ রহিম চাচার
- গ করিমের
- ঘ পলিরজননীর

৭৫. উদ্দীপকের ঘটনাটি ‘পলিরজননী’ কবিতার যে দিকটি ধারণ করে—

- i. পলির মানুষের জীবনচিত্র
- ii. পলির মানুষের প্রকৃতিনির্ভর বিশ্বাস
- iii. পলির মানুষের পাখিপ্ৰীতি

নিচের কোনটি সঠিক? ক

- ক i ও ii
- খ i ও iii
- গ ii ও iii
- ঘ i, ii ও iii